হৃদয়কলি সম্মান

সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল মাথাভাঙ্গা–২ ব্লকের ফুলবাড়ি হৃদয়কলি সাহিত্য গোষ্ঠীর বার্ষিক পত্রিকা 'হৃদয়কলি'–র একাদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা। পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে হৃদয়কলি সম্মান–২০২০ প্রদান করা হয়। ওইদিন দুপুরে দরিবশ ফুলবাড়ি মধ্যপাড়া পুজো কমিটির কালীমণ্ডপ প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করে নেন চন্দনা মণ্ডল ও প্রতিমা বৈদ্য। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মাথাভাঙ্গা–২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সঞ্জয়কুমার সরকার। শিশুশিল্পী প্রীতম বর্মন উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে। ফুলবাড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহেশচন্দ্র বর্মনের হাত দিয়ে 'হৃদয়কলি'–র একাদশ বর্ষ, দশম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ শীলকে হৃদয়কলি সম্মান–২০২০ প্রদান করা হয়। পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবাস মণ্ডল। অনুষ্ঠানে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন কবি রবীন্দ্রনাথ শীল, কবি রামসেবক গুপ্তা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহেশচন্দ্র বর্মন, মাথাভাঙ্গা–২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সঞ্জয়কুমার সরকার, ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বৃন্দাবন মণ্ডল, বিশ্বরূপ রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক সৌমিত্র বর্মন।

– নিজস্ব প্রতিবেদন

কেটুদা দ্য গ্রেট

বিশিষ্ট সাহিত্যিক অরুণ নিয়োগীর গল্পগ্রন্থ 'কেটুদা দ্য গ্রেট' প্রকাশিত হল প্রান্তিক শহর হলদিবাড়ির বক্সিগঞ্জের কবিকুঞ্জে। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে গল্প, কবিতা, গান ও আড্ডায় জমে ওঠে প্রকৃতির সান্নিধ্যে সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশের এই আসর। বইটি প্রকাশ করেন সাহিত্যিক গৌতম গুহরায়। এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী গৌতম পাল। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন হলদিবাড়ির বিশিষ্ট মানুষজন। এদিনের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক ও প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বেদিতব্য গোস্বামী, যা সকলের প্রশংসা কুড়োয়। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। আলোচনার পর 'সুবোধ পাল ও বিশ্বরূপ গোস্বামী স্মৃতিমঞ্চ'তে কবিতা পাঠ করেন আজাদ হোসেন, এরশাদ হোসেন, অনীত হোড়, গৌতম গুহরায়, সুজয়কান্তি তরফদার, বাবলি খাতুন, সুজয়, বৈভব, দিব্যজ্যোতি নিয়োগী প্রমুখ। আবৃত্তি করে সকলের মন কেড়ে নেন রাতুল সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন প্রদীপ পাল ও সুজয় তরফদার।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

স্মরণে লক্ষ্মী-রঞ্জন

সম্প্রতি চলে গেলেন উত্তরের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ক্ষেত্রের দুই দিকপাল লক্ষ্মী নন্দী ও রঞ্জন ভট্টাচার্য। গত ৩ নভেম্বর মুজনাই সাহিত্য পত্রিকার তরফে দেবীবাড়ির আড্ডাঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হল এই দুই ব্যক্তিত্বকে। লক্ষ্মী নন্দী ও রঞ্জন ভট্টাচার্যের ছবিতে উপস্থিত অতিথিদের পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে এদিনের স্মরণসভা শুরু হয়। এদিনের স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন গৌরাঙ্গ সিনহা। সংগীতের মধ্যে দিয়ে দুই ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করেন দেবশ্রী রায়। শুধু সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চার মধ্যেই থেমে থাকেননি লক্ষ্মী নন্দী। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য, সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি তাঁর সেই সামাজিক কর্মকাণ্ডের কথা স্মরণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষক শৌভিক রায়, কবি সুবীর সরকার, সাংবাদিক দিব্যেন্দু ভৌমিক, চিত্রশিল্পী শ্রীহরি দত্ত, কবি পাপড়ি গুহনিয়োগী, কবি নীলাদ্রি দেব প্রমুখ। অডিও টেপের মাধ্যমে লক্ষ্মী নন্দীর স্বকণ্ঠের আবৃত্তি শোনানো হয়। একইসঙ্গে কোচবিহার সাহিত্যসভাকে পুনরুজ্জীবিত করার অন্যতম দিশারি, স্টুডেন্টস হেলথ হোম কর্মকাণ্ডের উদ্যোক্তা তথা শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা রঞ্জন ভট্টাচার্যের বহুমুখী সামাজিক কাজের স্মৃতিচারণা করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

–পার্থ নিয়োগী

পরিযায়ী কথা

ওঁদের পরিচয় ওঁরা পরিযায়ী শ্রমিক। ওঁদের কথা আমরা কতটুকুই বা জানি! করোনার সুবাদে ওঁদের স্পষ্টভাবে সবার সামনে আসা। পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণাকে বিষয় করে নাটক মঞ্চস্থ করল মালদার সমবেত প্রয়াস। না, সামাজিক মাধ্যম নয়, সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে মুক্ত অঙ্গনেই বেশ কয়েকজন দর্শক নিয়ে 'পরিযায়ী কথা' মঞ্চস্থ হল। দেখে লিখলেন জাহ্নবী ঝা

দৃশ্য এক, ক্লান্ত শরীর নিয়ে ট্রেনলাইনে ঘুমিয়ে রয়েছে শ্রমিকের দল। আর হঠাৎ ভোরবেলা মালবাহী ট্রেন তাঁদের শরীরকে পিষে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সারা রেললাইনজুড়ে তখন ছিন্নভিন্ন দেহ ও খাবারে লেগে রক্তের চিহ্ন।

দৃশ্য দুই, স্টেশনে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রয়েছেন মৃত মা, আর অবুঝ শিশুটি মায়ের গায়ের কাপড় টেনে একবার ঘুম থেকে তোলার চেষ্টা করছে, কখনও সেই কাপড় দিয়েই মাকে ঢেকে দিচ্ছে। দেড় বছরের শিশুকে বোঝানোর কেউ নেই যে, তার মা আর বেঁচে নেই।

দৃশ্য তিন, সরকারি বাস থেকে তাঁদের একে একে নামতে বলা হয়। দলে পুরুষ ও নারীর পাশাপাশি শিশুও ছিল। বাস থেকে নামার পর কিছু বোঝার আগেই তাঁদের শরীরে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। ব্লিচ ওয়াটারের তীব্রতায় শরীরে বীভৎস জ্বালায় ছটফট করে ওঠেন শ্রমিকরা।

হ্যাঁ, দেখতে শুনতে রোমহর্ষক মনে হলেও করোনা ও লকডাউন পরিস্থিতিতে এমনই অনেক অমানবিক ঘটনার সাক্ষী হতে হয়েছে গোটা দেশবাসীকে। তার চেয়েও শতগুণ হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে ভিনরাজ্যে রুজির খোঁজে যাওয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে। সরকারি ভাষায় যাঁদের একটাই পরিচয়– ওঁরা পরিযায়ী। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণাকে বিষয় করে নাটক মঞ্চস্থ করল মালদার সমবেত প্রয়াস। না, সামাজিক মাধ্যম নয়, সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে মুক্ত অঙ্গনেই বেশ কয়েকজন দর্শক নিয়ে 'পরিযায়ী কথা' মঞ্চস্থ হয়। করোনা আবহে তাঁদের এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন মালদার নাট্যকার ও দর্শকরা।

মালদা সমবেত প্রয়াসের পথচলা শুরু ১৯৯৬ সালে 'নিশাবসান' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এরপর তাতানের জন্য, নিষিদ্ধ নির্মাণ, পরভূমে এবং শোনা কথা, কোনদিক সাথী ইত্যাদি পথনাটক একে একে নাট্যপ্রেমীদের নজর কেড়েছে। লকডাউনের আগে তাদের অভিনীত 'বীজ' নাটক কলকাতায় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু করোনা আবহে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নাটকের রিহার্সাল বন্ধ হয়ে পড়ে। নাট্যচর্চা বন্ধ হয়ে পড়লেও দলের কলাকুশলীরা থেমে থাকেননি। লকডাউনে কাজ হারানো মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ব্লকে ব্লকে খাদ্যসামগ্রী বিলির পাশাপাশি র‍্যাশন কার্ডের সমস্যা নিয়েও পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছেন। দুঃস্থ মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের জীবন–জীবিকার বহু অজানা সত্য তাঁদের নজরে আসে। জন্ম হয় পরিযায়ী কথা নাটকের। নাটকটির রচয়িতা কেয়া বাগচি। পুনর্নির্মাণ ও নির্দেশনা করেছেন দলের কর্ণধার শরদিন্দু চক্রবর্তী। আদ্যন্ত রাজনৈতিক নাটক পরিযায়ী কথা–য় লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ হারিয়ে বাসে, ট্রেনে ও হাঁটা পথে ফিরতে গিয়ে হেনস্তার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের হঠকারীভাবে লকডাউন ঘোষণা করা, বাস্তব সমস্যা থেকে দূরে সরে মোমবাতি ও থালা বাজানোর মতো হাস্যকর সিদ্ধান্তের নিন্দা জানানো হয়েছে। নাটক শেষ হয় সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মাধ্যমে। দলের কর্ণধার শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'লকডাউনের সময় দুঃস্থদের ত্রাণসামগ্রী বিলি করতে গিয়ে আমরা ভিনরাজ্য ফেরত শ্রমিকদের জীবনযন্ত্রণার সম্মুখীন হই। এর আগে কখনও সরকার বা কোনও দল আমাদের এই ৪৫ কোটি শ্রমিকের কথা তুলে ধরেনি। সরকারের উদাসীনতার জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের মনুষ্যেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে, তাঁদের সমস্যার কথা মানুষের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৭ জন কলাকুশলী নিয়ে মুক্ত প্রাঙ্গণে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। দর্শকদের চাহিদা মেনে ইতিমধ্যে দু'বার নাটক অভিনীত হয়েছে। আগামীদিনে সামাজিক মাধ্যমেও সম্প্রচারের পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা সব শ্রেণির মানুষের কাছে নাটকটি পৌঁছে দিতে চাই।'

ড্রামা ক্লাব অফ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশক সমীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভিনরাজ্য ফেরত শ্রমিকদের দুঃখ–দুর্দশার করুণ জীবন্ত চিত্র নাটকটিতে উঠে এসেছে। পাশাপাশি সরকারি অব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নাটকে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। আমি মালদা সমবেত প্রয়াসের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাই।'

মূকাভিনয় কর্মশালা ও লোকগানের কনসার্ট

জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম থিয়েটারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির আর্থিক সহায়তায় সম্প্রতি শিলিগুড়ির ইচ্ছেবাড়িতে হয়ে গেল একদিনের মূকাভিনয় কর্মশালা ও লোকগানের কনসার্ট। সহযোগিতায় ছিল শিলিগুড়ি ইচ্ছেবাড়ি ও এখন ডুয়ার্স। এই কর্মশালায় মূকাভিনয় ও শরীরের ভাষা বিষয়ে সব্যসাচী দত্ত, থিয়েটারের রূপসজ্জা বিষয়ে দেবাশিস পাল, চিত্রকলা ও অভিব্যক্তি বিষয়ে অলোক দত্ত হাতে–কলমে প্রশিক্ষণ দেন। সারাদিনব্যাপী এই কর্মশালা চলে। শিলিগুড়ির নাট্যদলগুলি থেকে মোট ১৫ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন এই কর্মশালায়। এদিনের কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল নাট্যে উৎসাহী তরুণ–তরুণীরা যেন বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে নাট্যচর্চা করতে পারেন। রূপসজ্জার প্রাথমিক পাঠটুকু থাকলে তাঁরা পরবর্তীতে নিজেদের রূপসজ্জা নিজেরাই করতে পারবেন। নাট্যশিল্প যেহেতু সমস্ত শিল্পের আধার, তাই চিত্রকলা একজন নাট্যশিল্পীকে

প্রভূত সাহায্য করবে। কুশল, ইলোরা, সোহিনী, সায়ন্তন, রিনিক্তা, সাগর, পূজা, রক্তিমা, সোনালি, রুজিনারা সহ আরও অনেকেই অংশগ্রহণ করেন এই কর্মশালায়। আগামী নাট্যচর্চায় এই কর্মশালা তাঁদের খুবই সহায়ক হবে বলে আশা করছেন সকলে। কর্মশালার অঙ্গ হিসেবে বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে ছিল লোকগানের কনসার্ট। এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত কুশান, দোতারা ডাঙা, বিষহরী, পালাটিয়া, চোরচুন্নি ইত্যাদি লোকনাট্যের গান এবং ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, পল্লিগীতি পরিবেশন করেন চৈতন্যদেব রায়, দীপান্বিতা রায়, মাটিনা সিংহ, পম্পা সিংহ। সবশেষে বাঁশিতে যতন রায়, দোতারায় সতীশ রায়, বাংলা ঢোলে সুবোধ রায়, তালবাদ্যে নিরঞ্জন রায়, বেহালায় গণেশ সিংহ সহযোগে বৃন্দবাদন অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালা ও লোকগানের কনসার্ট নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে জলপাইগুড়ি ও ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারেও অনুষ্ঠিত হবে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

–রুবাইয়া জুঁই

রোববারের সাহিত্য আড্ডার ষষ্ঠী উৎসব

প্রতি বছরের মতো এ বছরও সমারোহে উদযাপিত হল রোববারের সাহিত্য আড্ডার ষষ্ঠী উৎসব। এবারের পুজো একটু অন্যরকম হলেও সংস্থার দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যকে কোনওভাবেই হারাতে চাননি রোববারের সাহিত্য আড্ডার কর্মকর্তারা। তাই সমস্ত রকম স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ইসলামপুর শহর সংলগ্ন মাটিকুণ্ডার জঙ্গলবাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত শতাব্দীপ্রাচীন শিবমন্দির চত্বরে প্রকৃতির মাঝে পালিত হল ষষ্ঠী উৎসব। এই উৎসব আসলে গান, কবিতা, ভালোলাগা এমনকি অন্যান্য সমস্ত রকম শিল্প সমন্বয়ে নিপাট পুজোর আড্ডা। সংস্থার সদস্যদের পাশাপাশি এই আসরে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন জঙ্গলবাড়ি অঞ্চলের গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের কীর্তন পরিবেশন এই অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা যোগ করে। এই আসরে উপস্থিত সভ্যরা কখনও যেমন বুঁদ হয়ে শুনছিলেন তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা, আবার কখনও হারিয়ে গিয়েছিলেন বাঁশির সুরে এক অন্য জগতে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিলিগুড়ির বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অশেষ

দাসের মতে, 'রোববারের সাহিত্য আড্ডার ষষ্ঠী উৎসব একটি অন্যরকম আয়োজন। এই উৎসবে আমি গত কয়েক বছর ধরেই অংশগ্রহণ করছি এবং বলাবাহুল্য, শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে এরকম অনুষ্ঠান কোথাও হয় কি না সন্দেহ আছে। আর প্রতিবছর পুজোর সূচনাপর্বে এই বিশেষ দিনে এই আয়োজনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির মাঝে নিপাট সাহিত্য আড্ডা।' এদিনের এই আড্ডায় প্রকাশিত হয় তিনটি সাহিত্য পত্রিকার পুজো সংখ্যা। সেগুলি হল সর্বশেষ কুমার পাল সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকা 'মেসেজ অফ হিউম্যানিটি অকাল বোধন', মৌসুমি নন্দী সম্পাদিত দলছুট পত্রিকার ব্লগজিন ও প্রতীকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'বৃদ্ধ পিতা–মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য'। পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি এদিন এই বিশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীমতী প্রতীকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রামবাসীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও করা হয়। যা এবারের ষষ্ঠী উৎসবকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। করোনা আবহে এতদিন অনলাইনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পর ষষ্ঠী উৎসব রোববারের সাহিত্য আড্ডার পক্ষে আয়োজিত সার্বিকভাবে সফল একটি স্বাভাবিক অনুষ্ঠান বলে মনে করছেন সংস্থার কর্মকর্তারা।

–সুদীপ্ত ভৌমিক

ভরে উঠছে সংস্কৃতির অঙ্গন

করোনাকাল যাপনের মাঝে সংস্কৃতির শহর রায়গঞ্জে আস্তে আস্তে বইছে সংস্কৃতির স্বাভাবিক বাতাস। দমবন্ধ পরিস্থিতি ছাড়িয়ে সংস্কৃতিমনস্করা ধীরে ধীরে ফিরছেন চেনা ছন্দে। সম্প্রতি এক হৈমন্তিক সন্ধ্যায় কাঞ্চনপল্লির রাইকিশোরী ভবনে রায়গঞ্জের একটি মহিলা পরিচালিত সামাজিক সংস্থা 'একমুঠো হাসি' মিলন উৎসব যাপনকে কেন্দ্র করে আয়োজন করেছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মূলত, আর্তজনের পাশে দাঁড়ানো এই সংস্থার অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীতে সম্প্রীতির সুর ভাসিয়ে দেন কুশ বর্মন। হাজির ছিলেন রায়গঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অরিন্দম সরকার, সামাজিক সংস্থা মুক্তির কান্ডারির কর্ণধার কৌশিক ভট্টাচার্য, সমীর কুণ্ডু, ফণীভূষণ সাহা, নরেশ মুন্দ্রা সহ অনেকেই। একমুঠো হাসি–র সম্পাদক কাকলি সাহা জানান, তাঁরা কয়েকজন গৃহবধূ এই সংস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। সমগ্র সাংস্কৃতিক মিলন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সমাজকর্মী সুব্রত সরকার। অন্যদিকে, সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় রায়গঞ্জের সুপার মার্কেটস্থিত চেম্বার অফ কমার্সের আলোচনাকক্ষে উত্তরের বিশিষ্ট ছড়াকার অর্ধেন্দু রায়ের দীর্ঘদিনের খেয়ালিবেলার ভাবনার ফসল খেয়াল খুশির ছড়া নামক কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ পায়। ১৫২ পাতার কাব্যগ্রন্থটিতে রয়েছে ১০৯টি জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার নানা স্বাদের ছড়া। গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত, পুরপ্রধান সন্দীপ বিশ্বাস, সুশীল গোস্বামী, সুনীল চন্দ, অলিপ মিত্র সহ সংস্কৃতি জগতের বহু মানুষ। অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল ছোট্ট সাংস্কৃতিক পর্ব। বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ৪০ বছর ধরে চলা প্রচার পত্রিকার সম্পাদক সুব্রত সরকার। সেদিন আলোচনাগৃহে সাংস্কৃতিক আবহ মিলিয়ে দেয় সমস্ত রকম ভেদাভেদ। বয়ে যায় মিলনের সুর। রায়গঞ্জ রেঞ্জের রায়গঞ্জ পুলিশ জেলাস্তরে মানবাধিকারের উপর একটি প্রতিযোগিতামূলক বিতর্কসভার আয়োজন করা হয়েছিল ১২ নভেম্বর দুপুরে। বিতর্কসভার মূল বিষয়– গণতন্ত্র রক্ষার মুখ্য হাতিয়ার হল মানবাধিকার রক্ষা। ১০ জন প্রতিযোগী এই বিতর্কসভায় পক্ষে এবং বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন পক্ষে তপতী দে চৌধুরী, বিপক্ষে সুতপা চট্টরাজ, দ্বিতীয় হয়েছেন পক্ষে মধুমিতা সরকার এবং বিপক্ষে সৌরভ সরকার। এদিকে, দীপালির শহর রায়গঞ্জে এবার কালীপুজো ঘিরে আয়োজন হয়নি কোনও প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক দীপালি উৎসব। তবে ৪৯তম বর্ষে পা দেওয়া উদয়পুর দীপালি উৎসব কমিটি ১৭ নভেম্বর করোনাবিধি মেনে উদয়পুর গার্লস স্কুলে আয়োজন করেছিল একটি অনাড়ম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি সংস্থার শিল্পীরা নান্দনিক অনুষ্ঠান উপহার দেন। হালকা শীতের আমেজে অনুষ্ঠান অঙ্গনে দেখা যায় আন্তরিকতার ছোঁয়া।

–সুকুমার বাড়ই

ভার্চুয়াল আগমনী

উত্তরের সংস্কার ভারতী বালুরঘাট শাখার পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে ভার্চুয়াল আগমনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় সরস্বতী শিশু মন্দিরের অডিটোরিয়ামে। ফেসবুক লাইভের মধ্যে দিয়ে দর্শকদের কাছে পৌঁছানো হয়। অনুষ্ঠানে ছিল আগমনীর উপর লেখা গীতি–আলেখ্য, গান, নাচ ও আবৃত্তি। দেবীপক্ষের সূচনায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তরের সংস্কার ভারতী বালুরঘাট শাখার মহিলা সদস্যরা। বক্তব্য রাখেন সম্পাদক ঋতব্রত কুণ্ডু। গানে অংশগ্রহণ করেন বাপি দাস, জয়শ্রী সাহা, মৌসুমি রায়, পায়েল মণ্ডল, প্রিয়াঙ্কা দাস ও ঋতব্রত কুণ্ডু। তবলা সংগতে ছিলেন অরূপ সান্যাল ও পরাগসুন্দর লাহা। নৃত্যে সুচেতনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রুম্পা দাস দত্ত, রিনিতা বসাক। সঞ্চালনায় ছিলেন সঞ্জয় কর্মকার। মঞ্চসজ্জায় প্রীতম সাহা ও শব্দে সুকান্ত সরকার।

–বিভাস মাহাতো

পত্রিকা প্রকাশ

মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ডাঙ্গারহাটে দীপাবলির সন্ধ্যায় ডাঙ্গারহাট নীরেন্দ্রনাথ ইউথ একাদশের বাৎসরিক নক্ষত্র সাহিত্য পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা (ই–বুক সংখ্যা) প্রকাশিত হল। ক্লাবেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। পত্রিকায় স্থানীয় কবি–লেখকদের পাশাপাশি কলম ধরেছেন ত্রিপুরার কবি রাজা দেবরায়, বাংলাদেশের কবি রাজ পাথিক, ছবিলাল রায়, নেপালের কবি নীল নীল, সৌদি আরবের কবি নজরুল প্রমুখ। পত্রিকার জন্য শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন ইসলামপুর উত্তর দিনাজপুরের সৃজন সাহিত্য আসরের সম্পাদক সুশান্ত নন্দী। নক্ষত্র সাহিত্য পত্রিকার এই সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হয়েছে পত্রিকার উপদেষ্টা কবি লক্ষ্মী নন্দীকে। লক্ষ্মী নন্দীর আকস্মিক প্রয়াণে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন ইচ্ছেডানা নৃত্যাঙ্গন গ্রুপের শিল্পীরা। সমাজসেবামূলক কাজের জন্য প্রীতিলতা রায় ও লিপি রায়কে সম্মাননা ও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নক্ষত্র পত্রিকার সম্পাদক সুধাংশু বর্মন জানান, ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পবিত্র রায়, বিকাশ রায়, বিমল রায়, বাবুশংকর রায়, ধ্রুব দেবশর্মা প্রমুখ।

– শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

অঙ্গন নাটক

এই কোভিড আবহে নাটক প্রস্তুত ও পরিবেশনের পরিকল্পনা থেকে পিছু হঠার রাস্তায় নেই কোচবিহারের নাট্যদলগুলো। তাদেরই অন্যতম কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ কিছুদিন স্থানীয় বাবু তারাপদ ভবনে পরিবেশন করল তাদের সাম্প্রতিকতম অঙ্গন নাটক অতিমারি এবং। নাট্যরচনা, সংগীত ও প্রয়োগে ছিলেন পূর্বাচল দাশগুপ্ত। কোভিড পরিস্থিতিতে দুর্দশাগ্রস্ত মায়ের হৃদয়ের আকুতি এ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। নাট্যসৃজনে ছিলেন এমিলি দাস, অজয় চক্রবর্তী, সুগত দে জোয়ারদার, রোশন মাহাতো, দিগন্ত পালচৌধুরী ও রাজীব রায়। সংগীতে ছিলেন সম্রাট চক্রবর্তী ও পরিচালক স্বয়ং। আবহ প্রক্ষেপণে কৃষ্ণ রায়।

– নীলাদ্রি বিশ্বাস

সংস্কৃতির পাতায় লিখতে চান? সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয় বা নিজের দেখা অনুষ্ঠানের উপর অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com–এ। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র অন্তত ৭ দিন আগে পাঠান আমাদের শিলিগুড়ি অথবা মালদা অফিসে।